২০১৫ সালে বাংলাদেশের নারীঃ

সিডও সনদের মূলকথা ও জাতিসংঘের প্রত্যাশা

পূর্বকথা

জাতিসংঘ তার ঘোষণাপত্র থেকে সর্বজনীন মানবাধিকার দলিল পর্যন্ত সর্বত্র নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখেছে। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, নারী মানব জাতির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। কারণ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সব দলিলে, নারী-পুরুষকে এক অবস্থান থেকে দেখা হয়েছে। একই অধিকার ভোগ করতে পারার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমঅবস্থায় না থাকলে সমঅধিকার ভোগ করা যায় না। বাস্তবে প্রথমতঃ নারী পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে, দ্বিতীয়তঃ নারীর মাতৃত্ব বা প্রজনন ভূমিকা বা বিশেষ অবদানের জন্য তার বিশেষ কিছু চাহিদা আছে এবং সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এজন্য আলাদা সনদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে, উপরোক্ত দুটো সমস্যাকে সামনে নিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে সমতার সৃষ্টি করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সিডও সনদের সৃষ্টি।

সিডও সনদ গৃহীত হয়, ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। ইংরেজীতে– পুরো নাম Convention of the Elimination of All forms of Discrimination Against women- CEDAW (সিডও)। বাংলায় আমরা বলি 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।' ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২০টি রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের পর সিডও সনদ কার্যকর বলে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে এ সনদে স্বাক্ষর করে। সিডও এর আঠার নম্বর ধারা অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্রকে এ সনদ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট সিডও কমিটির বিবেচনার জন্য সনদে বর্ণিত ধারার আলোকে একবছরের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। পরবর্তী প্রতিবেদন প্রতি চারবছর অন্তর। সিডও কমিটি তাদের বাৎসরিক সভায় প্রতিবেদন সর্ম্পকে অভিমত প্রদান করে এবং আগামী প্রতিবেদনের জন্য সুপারিশ রাখে।

সিডও সনদ হচ্ছে একমাত্র সনদ, যা সমতা স্থাপনের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিজস্ব বিবেচনার মানদন্ডকে প্রত্যাখান করে বৈশ্বিক মানদন্ড সৃষ্টি করেছে। সে জন্য এই সনদের বড় অবদান হচ্ছে, বৈশ্বিক পর্যায়ে "নারীর অধিকার মানবাধিকার" এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশ্বের ১৮৫টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করেছে। প্রত্যক দেশের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আইন থাকতেই পারে, তবে সিডও সনদ একটি আন্তর্জাতিক আইন যা প্রত্যেক রাষ্ট্রের মানা উচিত। এটিকে বাস্তবায়িত করতে হবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী এই সনদের মূল বিষয়বস্তু বাস্তবক্ষেত্রে না হলেও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই।

সনদের মূলকথা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও ধারাসমূহ

এ সনদ সমতা, বৈষম্যহীনতা ও শরিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এই তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমতা অর্থ এই নয় যে, উভয় লিঙ্গকে অভিন্ন প্রক্রিয়ার অধীন করা। উভয় লিঙ্গের জন্মগত পাথর্ক্যকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পুরুষের মত নারীর ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা সৃষ্টি করা। এবং তা এমন পর্যায়ে হতে হবে যাতে করে প্রাপ্য সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে একই মানের ফলাফল নিশ্চিত হয়। আদত কথা-নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তা মুখ্য নয়, বরং গৃহীত পদক্ষেপ নারীর জন্য সমতা অর্জনে কতখানি ফলপ্রসু হয়েছে সেটাই মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার বিভাজনের দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্রকে সমতার নীতি স্থাপনে একদিকে যেমন আইন ও বিধির ক্ষেত্রে সমতা স্থাপন করতে হবে, অন্য দিকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সহায়ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা স্থাপনে এগিয়ে যেতে হবে।

যদিও বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতায় নারী পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের এটি প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু মাতৃত্বের কারণে নারীর কর্মপরিধি গৃহভিত্তিক এবং বর্হিজগতের জন্য পুরুষ নির্ভর। পুরুষতন্ত্র নারীর অবদানকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে তাকে অধস্তন করে রাখে একটি নির্যাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ থেকে শুরু হয় অসম জেন্ডার সম্পর্ক। এটিকে কেন্দ্র করেই সমাজ নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়ায় প্রথা, আচরণ, বিধি ও আইন সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজ বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সিডও সনদের মূল উদ্দেশ্য হলো এভাবে জৈবিক পার্থক্যের কারণে আরোপিত জেন্ডার বৈষম্য সমূহকে নির্মূল করা।

সিডও চুক্তি জাতিসংঘ ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে এই চুক্তি করে বিধায় এই দর্শন বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার দায়িত্বের মূল ইস্যুগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করতে পারে, যেমন: • বৈষম্য চিহ্নিতকরণ, • বৈষম্যহীন নীতি ঘোষণা, • বৈষম্য রহিতকরণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, • যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, • বৈষম্য আরোপকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া, • সমতা অর্জনের সময় কমানোর জন্য অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, • আইনগত সমতার সাথেই প্রকৃত সমতা স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান, • জাতিসংঘের সিডও কমিটির নিকট যথাসময়ে সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা।

সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সিডও সনদ বাস্তবায়ন বহুলাংশে সে দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে আমরা দেখি বহু দেশ সনদ অনুমোদনের পর একে সংবিধানে সম্পৃক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, এ উদ্দেশ্যে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনে, কখনও কখনও দেশের আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোতে সিডও সনদকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে পুরাতন সংবিধানের পরিবর্তে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে কলম্বিয়া ও উগান্ডা যথাক্রমে ১৯৯১ এবং '৯৫ সালে সিডও সনদের ধারাসমূহ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে নতুন সংবিধান রচনা করে। আবার ব্রাজিল ১৯৮৮ সালে সনদের আলোকে নারীর মানবাধিকারের ইস্যুসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে সংবিধানে পরিবর্তন আনে। সাউথ আফ্রিকা স্বাধীনতার পর, যে নতুন সংবিধান রচনা করেছে তাতে নারীর সমতা ও মানবাধিকারকে সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় অন্ত-র্ভূক্ত করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল সিডও সনদ অনুমোদনের পর একে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশীয় আইনের অন্তর্ভূক্ত করেছে।

তবে রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধানে সনদের মৌলিক ধারাগুলো প্রতিফলিত না হলেও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল আইনের মাধ্যমেও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এজন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষভাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওদের সিডও সনদ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভারতের 'বিশাখা বনাম রাজস্থান সরকার' এর মামলাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯২ সালে বিশাখা নামের একজন কর্মচারী তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে এ নিয়ে কোনো মামলা করা হয়নি। পরে স্থানীয় জনগণ ও নারী আন্দোলনকারীরা বিশাখার পক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করে। কিন্তু মনে রাখার বিষয়, তখনো ভারতে এ সম্পর্কিত কোনো যৌন হয়রানির আইন ছিল না। মামলা কোর্টে ওঠার পর বিচারক সিডও-র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। বিচারে এটিও উল্লেখ করা হয় যে ভারতের সংবিধানে দেওয়া লিঙ্গ সমতার নিশ্চয়তা এবং কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তার অঙ্গীকারও এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ জন্য বিশাখাকে ক্ষতিপূরণ দেওযার আদেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের জন্য বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণের আদেশ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের অনীহার ক্ষেত্রে সিডও সনদের হাতিয়ারটি কাঁধে তুলে নিতে পারে নারী সংগঠন, এনজিও এবং সচেতন মানব সমাজ। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে। সিডও কমিটির নিয়মানুসারে রাষ্ট্রকে সিডও কমিটিতে প্রতি চার বছর অন্তর একটা প্রতিবেদন এবং বিকল্প প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে এনজিওসমূহ। সিডও কমিটির অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নারী বৈষম্যের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়না। এরূপ পরিস্থিতিতে এনজিওদের প্রেরিত অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নারীর কি কি দাবী-দাওয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়া দরকার মাঠকর্মীরাই তা সহজে নির্ণয় করতে পারে। যে কারণে সিডও কমিটি তার ১৭তম সভা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

সিডও সনদের ধারাসমূহের বিভাজন

সিডও সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। এই ৩০টি ধারা তিনটি ভাগে বিভক্ত।

ক। ১ থেকে ১৬ ধারা-নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত,

খ। ১৭ থেকে ২২ ধারা-সিডও কর্মপন্থা ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ক এবং

গ। ২৩ থেকে ৩০ ধারা-সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।

স্বাক্ষরদানকালে বাংলাদেশ সরকারের ধারা সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডও সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করে। তবে স্বাক্ষরদান কালে ধারা-২, ১৩ (ক) এবং ১৬-১ (গ) ও (চ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে সরকার ধারা-১৩ (ক): পারিবারিক কল্যাণের অধিকার এবং ধারা-১৬-১ (চ): অভিভাকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ, পোষ্যসন্তান গ্রহণ, ইত্যাদি ধারাগুলির উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে এগুলি অনুমোদন করে।

বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘ সিডও কমিটির নিকট সর্বশেষ পেশকৃত ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন (২০১১) এবং এই সম্পর্কে কমিটির আশাবাদ

সিডও কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের ২০০৪ সালে পঞ্চম সাময়িক প্রতিবেদন (CEDAW/C/ইএউ/৫) পর্যালোচিত হবার পর থেকে গৃহীত আইনী সংস্কার ও ব্যাপক আইনী পদক্ষেপ গ্রহণসহ অর্জিত অগ্রগতিকে স্বাগত জানায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: • বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬)। • সংবিধানে চতুর্দশ সংশোধনী যা সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করে; • জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আদেশ (২০০৮); • নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (২০০৯) যা বাংলাদেশি নারীকে তার সন্তানের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করে; • তথ্য অধিকার আইন (২০০৯); • জাতীয় মানবাধিকার আইন(২০০৯) এবং • পারিবারিক সহিংসতা আইন (২০১০) • কমিটি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ৩০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ ও ১২ মে ২০০৮ তারিখে এর ঐচ্ছিক বিধানের অনুমোদনকে সন্তুষ্টির সঙ্গে উল্লেখ করেছে।

সিডও কমিটির উদ্বেগের ক্ষেত্র ও সুপারিশসমূহ

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের বৈষম্যমূলক আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনের উদ্যোগকে প্রশংসা জানাচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈষম্যমূলক আইন যা নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দিতে নারাজ যেমন বিবাহ, তালাক, জাতীয়তা, অভিভাকত্ব ও তত্ত্বাবধায়ক অধিকার সংক্রান্ত আইন বহাল থাকায় কমিটি উদ্বিগ্ন। কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে একটি পরিষ্কার সময়সীমার মধ্যে এর নিজস্ব আইনসমূহ সিডও সনদের আওতায় এর দায়-দায়িত্বের সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে এর আইন পর্যালোচনা কার্যকরণ চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

গতানুগতিক ও ক্ষতিকর অভ্যাসসমূহ: কমিটি, বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যম ও শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের গতানুগতিক ভূমিকা পরির্বতনে রাষ্ট্রপক্ষের তৎপরতাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে, কিন্তু নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পুরুষশাসিত মনোভাব ও বদ্ধমূল গতানুগতিক অভ্যাস বিদ্যমান থাকায় উদ্বিগ্ন ।

নারীর প্রতি সহিংসতা

কমিটি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সীমিত সংখক আশ্রয়কেন্দ্র ও ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রয়োজনে সাড়া দেবার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। কমিটি আরও লক্ষ্য করছে যে আইনবহির্ভূত ফতোয়ার শাস্তি বেআইনি বলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সালিশের মাধ্যমে বেআইনি শাস্তি 'অসামাজিক ও অনৈতিক আচরণ' রোধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কমিটি নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার কোনো তথ্য না থাকায় এবং সেই সহিংসতা বিস্তার ও মূলধারাকরণের ওপর কোনো জরিপ বা গবেষনা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে।

পাচার ও যৌন নিপীড়ণ

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সনদের ৬ নং ধারার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে- রাষ্ট্রপক্ষের আইনে সার্ক সনদ অন্তর্ভূক্তকরণ- • পাচার নিরোধে ও পাচারকারীদের অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে আইনের ধারাকে সমন্বিত করতে পার্শবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে এর তৎপরতা নিবিড়করণ। • পাচার ও যৌন নিপীড়ন মোকাবেলায় ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন এবং সে সঙ্গে বিচার, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সারা দেশে কর্মীদের প্রশিক্ষন নিশ্চিতকরণ। প্রবণতা ও পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নিরূপনের জন্য পাচারের সকল দিকের উপর ভিন্ন ভিন্ন সব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকরণ।

জেন্ডার সমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

জেন্ডার সমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের আয়োজন, নারী প্রার্থী ও সরকারি পদে নির্বাচিত নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ কর্মসূচি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্বের জন্য ও দর কষাকষির দক্ষতা (negotiations skill)বৃদ্ধি কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।

নাগরিকত্ব আইন সংশোধন

কমিটি বাংলাদেশি নারীকে তার নাগরিকত্ব সন্তানের উপর বর্তানোর অধিকার দানকারী নাগরিক (সংশোধনী) আইন (২০০৯) গৃহীত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু একজন বাংলাদেশি নারীর স্বামী ৫ বছর বাসিন্দা থাকার পর নাগরিক হবার আবেদন করতে পারবে অথচ একজন বিদেশি নারী বাংলাদেশি পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হলে তার দুই বছর বাসিন্দা থাকলেও চলবে। এই বিষয়টি নিয়ে কমিটি উদ্বিগ্ন।

শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্বেগের সাথে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি জোরদার করতে ও বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করতে, বাড়ি থেকে

বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় থেকে বাড়ি নিরাপদ যাতায়াত আর বৈষম্য ও সহিংসতামুক্ত নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে এবং অপরাধীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তা নিশ্চিত করতে ।

কর্মসংস্থান

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সিডও সনদের ধারা ২২ অনুযায়ী শ্রমবাজারে মেয়েদের সমসুযোগ নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছে । এই উদ্দেশ্যে কমিটি রাষ্ট্র পক্ষকে অনুরোধ করেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (রেগুলেটরি ফ্রেওয়ার্ক) করতে এবং শিশু শ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের শোষন রোধে পরিবীক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং ব্যবস্থা নিতে ।

স্বাস্থ্য

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরোধ করেছে- • দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা সহ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধাবলীতে নারীদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে । • একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যাতে থাকবে- পর্যাপ্ত জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তী যত্ন ও প্রশিক্ষিত প্রসব পরিচর্যাকারী এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহারের গুরুত্ব, বিপদজ্জনক গর্ভপাতের ঝুকি ও নারীদের প্রজনন অধিকারের উপর শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধি কর্মসূচি । • সারাদেশে নিরাপদ ও সুলভ জন্মনিরোধ সেবা প্রাপ্তি বাড়াতে তৎপরতা জোরদার ও ব্যাপক করতে হবে এবং গ্রামীন নারীরা যাতে পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা অভিগমনে বাধা না পায় তা নিশ্চিত করতে ।

• পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদনে নারীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর তথ্যাবলী প্রদান করতে এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ঠ বিশেষায়িত এজেন্সি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা ও সংগঠনগুলোর কাছে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা চাইতে ।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

• জমিতে নারীদের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সংকোচনকারী বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করতে এবং নারীর উদ্যোগতা হবার পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে দূর করতে । •বিভিন্ন স্তরের নারীদের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উৎসাহদানকারী উদ্যোগসমূহ জোরদার করতে এবং • সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা নিয়মিত পরিবীক্ষন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ।

গ্রামীন নারী

সিডও কমিটি রাষ্ট্র পক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে- • স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্ত-বায়নে গ্রামীন নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি ও জোরদার করতে । • জমিতে নারীদের উত্তারাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিষ্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে, এবং গ্রামঞ্চলে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার পূর্ণ ভোগে বাধাস্বরূপ ক্ষতিকর প্রথা ও চিরাচরিত রীতিসমূহ সংশোধনে বা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠা করতে ।

সুবিধা বঞ্চিত নারী

কমিটি সংখ্যালঘু নারী যেমন দলিত সম্প্রদায়ের নারী, অভিবাসী নারী,উদ্বাস্ত নারী, বয়স্ক নারী, প্রতিবন্ধী নারী ও রাস্তায় থাকা মেয়েসহ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সীমিত তথ্যাবলী প্রদানে উদ্বিগ্ন বোধ করছে । কমিটি আরোও উদ্বিগ্ন যে ঐ সব নারী ও মেয়েদের বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, গৃহায়ণ, সহিংসতা থেকে রক্ষা ও ন্যায় বিচার পেতে প্রায় বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের ভোগান্তি পোহাতে হয় ।

কমিটি সুপারিশ করছে যে- • রাষ্ট্রপক্ষ বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের শিকার সুবিধাবঞ্চিত নারী গোষ্ঠিসমূহের অবস্থার উপর জেন্ডার বিভাজিত তথ্যাবলী গ্রহন করে, ঐসব বৈষম্য দূরীকরণে এবং তাদেরকে সহিংসতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করতে সাময়িক ও বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।

বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সুপারিশ করছে যে- • অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের সমঅধিকার প্রদানকারী একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে প্রাচীনপন্থী ও ধর্মীয় গোষ্ঠি, সংবাদ মাধ্যম ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার অভিযান সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সিডও সনদের পূর্ণ ও কার্যকরী বাস্তবায়ন অপরিহার্য । কমিটি সহগ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত সকল প্রচেষ্টায় একটি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত করার ও সনদের বিধানগুলোর স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানোর আহ্বান জানাচ্ছে এবং রাষ্ট্রপক্ষকে এই তথ্যগুলো তার পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করছে ।

প্রচার

কমিটির সাধারণ সুপারিশাবলী, বেইজিং ঘোষণা, প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এবং নারী ২০০০; একুশ শতকের জন্য জেন্ডার সমতা; উন্নয়ন আর শান্তি বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তেইশতম বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের কাছে প্রচার করে যাওয়ার জন্য কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে ।

শেষের কথা

বাংলাদেশের চলমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সরকার । এই সরকারের প্রতি মানবতাবাদী দেশপ্রেমিকদের আস্থা রয়েছে । আমাদের প্রত্যাশা এবং জাতিসংঘের প্রত ্যাশা এ সরকার যুক্তিসিদ্ধ কাণই সিডও সনদের ওপর ডে সংরক্ষণ রয়েছে তা প্রত্যাহার করবে ।

তথ্যসূত্রঃ

- হান্নানা বেগম- *মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী* - বাংলা একাডেমী- মার্চ, ২০০২ ।
- সালমা খান- *আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও নারীর সমতা*- জুন, ২০০৩ ।
- Hannana Begum- *Bangladesh Social And Economic Forum (BASEF) 2011*- Dhaka School of Economics- June, 2011 ।
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ- *ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড*- ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ।
- হান্নানা বেগম- *নারী ও বাংলাদেশের অর্থনীতি*- আয়শা প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি,২০০৯ ।
- হামিদা হোসেন- *আমরা যদি সত্যিই- সিডও সনদের বাস্তবায়ন চাই*, (প্রথম আলো- ৪/০৯/২০০৮ইং) ।
- কাজী সুফিয়া আখতার- *সিডও এবং বাংলাদেশের নারী*- (দৈনিক যুগান্তর) ।
- *সিডও এবং বাংলাদেশ*- স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট- ২০০১ ।
- হান্নানা বেগম- *বাজেটের কথা ও জনপ্রত্যাশা*- উন্নয়ন কথা- ফেব্রুয়ারি, ২০১১ ।
- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার সমূহ (২০০৮) ।
- উন্নয়ন পদক্ষেপ, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন, ২০১১ ।